কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।
(www.dam.gov.bd)

নথি নং- ১২.০২.০০০০.০১৬.০৬.০০৪.১৮-১৪৮ তারিখঃ ০৪/০৭/২০১৯ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জুন, ২০১৯ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত জুন, ২০১৯ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নির্দেশক্রমে নিম্নরুপ কার্য ব্যবস্থার অনুরোধসহ এতদ্সংগে প্রেরণ করা হলো।

১. **কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ আগামী ২০ জুলাই, ২০১৯ তারিখের মধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বুলেট পয়েন্ট-এ আবশ্যিকভাবে** প্রেরণ নিশ্চিত করবেন; যাতে পরবর্তী সমন্বয় সভার কার্যপত্রে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি উল্লেখ করা যায়।

২. জুলাই, ২০১৯ মাসের সমন্বয় সভার **কার্যপত্রে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিশেষ কোন আলোচ্য সূচীর প্রস্তাব থাকলে সংশ্লিষ্ট সকলকে তা আগামী ২০ জুলাই, ২০১৯** তারিখের মধ্যে আরইটিসি শাখায় (সফটকপি adfs@dam.gov.bd মেইলে) প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

৪/৭/১৯
(মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ৯১১৪৬০৫।

বিতরণ (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে):

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dam.gov.bd

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জুন, ২০১৯ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : মোহাম্মদ ইউসুফ
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

তারিখ : ২০ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ।

সময় : সকাল ৯:৩০ ঘটিকা।

স্থান : সভা কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'-তে দেখানো হলো।

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। অতঃপর সভার কার্যপত্র অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় ও পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
১.	গত ২৭/০৫/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।	গত ২৭/০৫/২০১৯ তারিখের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী-তে কোন সংশোধনী না থাকায় নিশ্চিতকরণের প্রস্তাব করা হয়। **সিদ্ধান্ত-১:** ২৭/০৫/২০১৯ তারিখের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।	প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা।
২.	**বাজারদর পর্যালোচনাঃ** ঢাকা শহরে চাল (মাঝারী), মসুর (দেশী), পিঁয়াজ (আমদানীকৃত), রসুন (দেশী ও আমদানীকৃত), আদা (দেশী ও আমদানীকৃত), কাঁচা মরিচ, আলু হল্যান্ড, ডিম (হাঁস ও মুরগী), -এর দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। ০৭টি বিভাগে আলু (হল্যান্ড সাদা), রসুন (দেশী ও আমদানীকৃত), আদা (দেশী ও আমদানীকৃত), কাঁচা মরিচ, টমেটো ও মুরগী (ব্রয়লার), ডিম(হাঁস ও মুরগী)-এর দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।	বাজার মূল্য পরিস্থিতি পর্যালোচনাকালে উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ) সভায় ঢাকা মহানগরী এবং ঢাকা মহানগরীর সাথে ০৭টি বিভাগের তুলনামূলক ০২টি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন (পরিশিষ্ট-'খ')। বাজারদর পর্যালোচনা পূর্বক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		১: (ক) ঢাকার সাথে লোকাল বাজারের চালের মূল্যের বড় ধরনের পার্থক্য থাকার কারণ নির্ণয় ও করণীয় নির্ধারণ পূর্বক উপ-পরিচালকগণ লিখিত সুপারিশ প্রদান করবেন। প্রধান কার্যালয়ের গবেষণা শাখা এর উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন। যে সকল পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে পিঁয়াজ (আমদানীকৃত), রসুন (দেশী ও আমদানীকৃত), আদা (দেশী ও আমদানীকৃত), আলু (হল্যান্ড সাদা), মুরগী (ব্রয়লার), ডিম(হাঁস ও মুরগী) সহ সকল কৃষিপণ্যের দাম সহনীয় রাখার লক্ষ্যে বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণ মনিটরিং জোরদার করবেন এবং পণ্য মূল্য বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যাসহ যথাসময়ে সদর দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)।
		খ) যে সমস্ত জেলা অনলাইনে বাজারদর প্রেরণে পিছিয়ে আছে	উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ)।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় ও পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
		তাদেরকে নিয়মিত বাজারদর আপলোডের বিষয়ে তাগাদা দিতে হবে এবং অধিক অনিয়মকারী জেলাসমূহকে শোকজ দিতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)।
		(গ) যে সব পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে তার তালিকা প্রণয়ন পূর্বক কারণ ও প্রতিকার উল্লেখ করে ১৫ জুলাই, ২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করবেন। এছাড়া ঢাকার বাজারদরের সাথে বিভাগীয় পর্যায়ে কৃষি পণ্যের বাজারদর এর তুলনা মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ এবং এ সম্পর্কে করণীয় কি তা সম্পর্কে সুপারিশ লিখিতভাবে মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ)।
		ঘ) বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে আদা/রসুন ও মসুর ডালসহ অন্যান্য কৃষিপণ্যের বাজারদর এর তারতম্যের কারণ বিশ্লেষণ পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)।
		ঙ) সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে। কোন বিভাগের তথ্যের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিলে তার কারণ উল্লেখ করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)।
		চ) রংপুরের যে সকল কৃষিপণ্যের দাম অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী তার কারণ ও প্রতিকারের সুপারিশ পূর্বক প্রতিবেদন আলাদাভাবে তারকাচিহ্ন দিয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক, রংপুর
৩.	**বাজার তথ্য ও পরিসংখ্যান শাখাঃ** জেলা হতে যৌক্তিক মূল্যের প্রাপ্ত প্রতিবেদন ৬৪টি। যৌক্তিক মূল্য বাস্তবায়ন সন্তোষজনক।	১: (ক) কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ ও বিধিমোতাবেক কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আগামী জুলাই/২০১৯ মাস হতে বাস্তবায়নের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া এ বিষয়ে ইতোমধ্যে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা আগামী সভায় উল্লেখ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)।
		খ) প্রতিটি জেলা অফিসের সমন্বয় সভায় অত্র দপ্তরের যৌক্তিক মূল্য এর প্রয়োজনীয়তা এবং ভিত্তি (মানদন্ড, মেথোডোলজি, নির্ধারণ পদ্ধতি) সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)।
		(গ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণ বিভাগীয় ও জেলা সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণপূর্বক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম বিষয়ে একটি Presentation উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করবেন।	উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় ও পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
		ঘ) যৌক্তিক মূল্য বিষয়ে ঢাকা শহরে যেভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে ঐ একই প্রক্রিয়ায় সকল জেলা পর্যায়ে নির্ধারণ করার জন্য জেলাসমূহে পত্র প্রেরণ করতে হবে এবং অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে এবং বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।
		(ঙ) যে সকল জেলায় উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য রয়েছে তার তালিকা ও পরিমান উল্লেখ পূর্বক উক্ত কৃষিপণ্যসমূহ কিভাবে বাজারজাত করা যায় এ বিষয়ে বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণ মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।
		(চ) যৌক্তিক মূল্য সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করার জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (আরইটিসি)।
৪.	**গবেষণা শাখা** সারাদেশে হিমাগারের সংখ্যা ৩৬৪টি, মোট ধারণ ক্ষমতা ২৮.৩৩৫ লক্ষ মেঃ টন। সভায় গবেষণা শাখা কর্তৃক বর্তমান অর্থবছরে ৬টি ফসলের Value Chain Analysis-কার্যক্রমের অগ্রগতি আলোচনা করা হয়। সভায় জানানো হয় ৪টি ফসলের Value Chain Analysis-কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ফুল ও আমের Value Chain Analysis-কার্যক্রম চলমান আছে।	১: (ক) আম ও ফুলের Value Chain Analysis সম্পন্নপূর্বক মহাপরিচালক বরাবর উপস্থাপন করতে হবে এবং গবেষণা শাখার কার্যক্রম আরোও উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে হবে। (খ) যে সকল জেলা হতে রাইচ মিলের তথ্য পাওয়া যায়নি সেসকল জেলার তথ্যাদি দ্রুত সংগ্রহপূর্বক Compile-এর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (গ) তৈলবীজ জাতীয় পণ্যের উৎপাদন খরচ দ্রুত তৈরী করতে হবে। (ঘ) ধানের মূল্য হ্রাসের কারণ এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কি ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়ে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ পূর্বক মতামত পেশ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (গবেষণা)।
৫.	**আরইটিসি শাখা** সারাদেশে মোট প্রজ্ঞাপিত বাজারের সংখ্যা ৯৪৯টি। মে/১৯ মাসে লাইসেন্স বাবদ আদায়-১৪,৪৪,১২০/- টাকা। এপ্রিল/১৯ মাসের চেয়ে মে/১৯ মাসে ১৪.০৬% রাজস্ব আদায় হ্রাস পেয়েছে।	১: (ক) নতুন-নতুন ব্যবসায়ীকে লাইসেন্সের আওতায় আনয়ন পূর্বক লাইসেন্সের সংখ্যা ও নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায় বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ জন্য মাঠ পর্যায়ে আরো সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।	উপ-পরিচালক (আরইটিসি)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। ডিএমও/ডিএমআই (সকল)।
		(খ) নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায় টার্গেটের চেয়ে ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা কম আছে। তা জুন মাসের মধ্যে আদায়ের জন্য বিভাগীয় উপ-পরিচালগণকে উদ্যোগী হতে হবে।	উপ-পরিচালক (আরইটিসি)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।
		(গ) বিভাগীয় পর্যায় হতে কৃষক/উদ্যোক্তাসহ প্রশিক্ষণের প্রতিবেদন আবশ্যিকভাবে প্রতিমাসের ২৮ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (আরইটিসি)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।
		ঙ) আগামী ২০১৯-২০ অর্থ বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে APA চুক্তির নির্দেশকসমূহ অন্তর্ভূক্ত করে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়্যাল হালনাগাদ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (আরইটিসি)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় ও পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
৬.	**নীতি ও পরিকল্পনা শাখাঃ** ০১টি নতুন প্রকল্প ও ১টি কর্মসূচী ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে চালু করার প্রক্রিয়াধীন।	১: (ক) নতুন প্রকল্পের সারসংক্ষেপ তৈরী করে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসককে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ জেলা বাজার কর্মকর্তার মাধ্যমে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের ব্যবস্থা করবেন।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
		(খ) কৃষি ও কৃষিজাত খাদ্যপণ্যের বাজারজাতকরণে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রমের কর্মপরিকল্পনার রোড ম্যাপ প্রস্তুত করবেন।	উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)।
		(গ) প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহমূখী ব্যবহার বিষয়ক অনুমোদিত কর্মসূচীর ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কাঁঠাল ও অন্যান্য ফল প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রকল্প প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)।
		(ঘ) আম, আনারস, কলা ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে (স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে) একটি প্রকল্প প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)।
		(ঙ) বাজারদর প্রদর্শনের জন্য অন-লাইনে ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন কর্মসূচী সম্প্রসারিত আকারে নিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।	উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)।
৭.	**গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখাঃ** মোট গুদাম ৮১টি, শস্য জমার পরিমান ৩৪৪৫ মেঃ টন, ঋণ বিতরণ ৩৭১.৪১ লক্ষ, এফডিআর ২৯.৪৮ লক্ষ, গুদামের সঞ্চয়ী হিসাবে রক্ষিত ১২.৮৭ লক্ষ, মোট তহবিল ৪২.৩৫ লক্ষ টাকা, ঋণ খেলাপী গুদামের সংখ্যা ১৬টি, মে/১৯ পর্যন্ত খেলাপী ঋণের পরিমাণ ৬৭.৩০ লক্ষ টাকা।	১: (ক) নীতিমালা সংশোধন বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের পত্র প্রাপ্তির পর প্রতিবেদন আগামী ১৫ জুলাই, ২০১৯ তারিখের মধ্যে শগঋক-এর নীতিমালায় কোন পরিবর্তন/সংশোধন করতে হবে কিনা তা জানানোর জন্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও গুদাম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ-কে পুণরায় পত্র প্রেরণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (শস্য ঋণ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা)।
		খ) বাতিলকৃত ১৪টি গুদামের অর্থ আপদকালীন সহায়তা ফান্ড এ প্রেরণ এর জন্য UNO বরাবর প্রেরীত পত্রের প্রেক্ষিতে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ গুদাম সংশ্লিষ্ট UNO এর সংগে সশরীরে যোগাযোগ করে অর্থ প্রেরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (শস্য ঋণ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা)।
		(গ) যে সকল জেলা হতে ওয়্যার হাউজ-এর (সরকারী/বেসরকারী) তালিকা এখনও প্রেরণ করে নাই (০৮টি জেলা) সেসকল জেলা ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ে পুণরায় পত্র প্রেরণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (শস্য ঋণ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা)।
		ঘ) চলমান ৮১টি গুদামের মধ্যে এখন পর্যন্ত ১৪টি গুদামের FDR এর মূল অর্থ এবং ০৫টি গুদামের FDR এর ৭৫% অর্থ প্রেরণ না করায় আপদকালীন সহায়তা ফান্ড গঠনে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। উক্ত গুদামগুলির FDR এর মূল অর্থ দ্রুত প্রেরণের সহযোগিতা করার জন্য UNO বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক (শস্য ঋণ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা)।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় ও পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
৮.	**অডিট আপত্তি এবং পেনশন সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপনঃ** মোট অডিট আপত্তি-১০টি, ব্রডশীট জবাব-১০টি, নিষ্পন্ন-০২টি অনিষ্পন্ন-০৮টি	১: (ক) বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণ জেলা অফিসমূহ নিয়মিতভাবে মনিটরিং করবেন এবং মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করবেন। (খ) অনিষ্পন্ন ০৮টি অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে হিসাব শাখা হতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (গ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে কৃষকদের/উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে রাজস্ব খাত হতে অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। হিসাব শাখা। হিসাব শাখা।
৯.	ICT শাখাঃ ই-ফাইলে সদর দপ্তরে প্রাপ্ত ডাক ১২২৩, ই-ফাইলে নিষ্পন্ন ১১১১, ই-ফাইলে পত্র জারী ১৩৫টি। এছাড়া ঢাকা বিভাগে ৪৪টি, বরিশালে ৬৩টি, চট্রগ্রামে ২১টি, রাজশাহী ৫২টি, খুলনায় ১৪৪টি, রংপুরে ২৩টি ও সিলেট ৫৩টি পত্র ই-ফাইলে জারী করা হয়েছে।	১: (ক) জেলা ও বিভাগীয় পর্যায় হতে কমপক্ষে ৫০% পত্র ই-ফাইলে প্রেরণ করতে হবে। (খ) যে সকল জেলায় অদ্যবধি ই-ফাইলে কার্যক্রম শুরু করা হয়নি সে সকল জেলায় দ্রুত কার্যক্রম শুরুর জোরালো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী দপ্তরের নাম পরিবর্তনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহকে ই-নথির আওতায় আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা (আইসিটি)।
১০.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-এর সাথে সকল বিভাগীয় উপ-পরিচালক এবং প্রকল্প/উপ-প্রকল্প পরিচালকদের মধ্যে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন সমঝোতা স্মারক।	১: (ক) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের APA-চুক্তি অনুযায়ী সকল বিভাগের উপ-পরিচালক এবং সদর দপ্তরের সকল শাখা প্রধানগণ তাঁদের স্ব-স্ব সূচকের আলোকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১০০% কার্যাদি সম্পন্নপূর্বক প্রমাণকসহ প্রতিবেদন প্রেরণ এবং প্রত্যেক সমন্বয় সভায় মাসিক অগ্রগতি উপস্থাপন করবেন। (খ) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের APA'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনে সংযুক্ত প্রমাণকসমূহ যেন বস্তুনিষ্ঠ হয় সে বিষয়টি বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণ নিশ্চিত করবেন। (গ) সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী APA'র কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়ে জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে।	APA ফোকাল পয়েন্ট। শাখা প্রধান (সকল)। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। প্রকল্প/কর্মসূচী পরিচালক। APAফোকাল পয়েন্ট। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। APAফোকাল পয়েন্ট। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।
১১.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে SDG বিষয়ে সচেতনতা, সম্যক ধারণা লাভ এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ বিষয়ে একটি অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজনের জন্য সভায় একমত পোষণ করা হয়।	(১) SDG বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যসমূহ সুনির্দিষ্টকরণ পূর্বক লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে গৃহিত কার্যক্রমের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।	উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)।
১২.	শুদ্ধাচার কৌশল ও অভিযোগ নিষ্পত্তি।	১: (ক) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শুদ্ধাচর বিষয়ে পৃথক সভা অনুষ্ঠানসহ মাসিক সমন্বয় সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে। বিভাগীয়	শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা। বিভাগীয়

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় ও পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা
		কার্যালয়ে Action Plan এবং Guideline অনুযায়ী শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে সদর দপ্তরে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	উপ-পরিচালক (সকল)।
১৩.	তথ্য অধিকার আইন।	(১) তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-অনুযায়ী তথ্য প্রদান করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্টদের বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তথ্য অধিকার (সদর দপ্তর)।
১৪.	সেন্ট্রাল মার্কেট পরিচালনা	(১) সেন্ট্রাল মার্কেটে জনবল শূন্য থাকায় অধিদপ্তরের রাজস্বখাত হতে একজন জনবল প্রদানের জন্য সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)—কে পত্র দিতে হবে।	বিভাগীয় উপ-পরিচালক ঢাকা।
১৫.	ইনোভেশন টিম	(ক) ইনোভেশন আইডিয়া ব্যাংক সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহ উদ্ভাবনমূলক আইডিয়া সৃজনপূর্বক সদর দপ্তরে প্রেরণ করবে এবং সেই তালিকা হতে যাচাই-বাছাই করে ওয়েব-সাইটে প্রকাশ অব্যাহত রাখতে হবে।	ইনোভেশন অফিসার। বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সকল)।

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৪।০৭।১৯

(ইকবাল হোসেন চাকলাদার)
উপ-পরিচালক (আরইটিসি)
মহাপরিচালকের রুটিন দায়িত্বে
E-mail: dg@dam.gov.bd